ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটিতে নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান

চলমান সমাজ ব্যবস্থাকে অসুস্থ বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর মতে, এ সমাজে ক্ষমতাবানরা বুদ্ধিজীবীদের অত্যাবশ্যকীয় যে তিন গুণ– জ্ঞান, বুদ্ধি ও হৃদয়ানুভূতিকে দমিত করে রাখে। আর গণমাধ্যম সে দমনে সহায়তা করে। গতকাল রাজধানীর আফতাবনগরে ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটিতে অনুষ্ঠিত নেহরীন খান স্মৃতি বক্তৃতায় তিনি এ মত ব্যক্ত করেন। ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরো বলেন, স্বাধীন দেশে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে বিদেশীর পরিবর্তে স্বদেশী ঠিকই এসেছে কিন্তু শাসন কাঠামো একইরকম রয়ে গেছে। ভাষার প্রশ্নে ব্রিটিশ আমলের চেয়ে এখন বাংলার তুলনায় ইংরেজির প্রীতি আরো প্রবল হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আর সমাজের এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি বুদ্ধিজীবীসহ নাগরিকদের আত্মস্বার্থনির্ভর বুদ্ধির চর্চার বদলে বিদ্যা, বুদ্ধি ও হৃদয়ানুভূতির একত্র অনুশীলনের তাগিদ দিয়েছেন। তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খানের প্রয়াত কন্যা এবং ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটির সাবেক শিক্ষার্থী নেহরীন খানের স্মরণে এ বক্তৃতা ও সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে সম্মাননা ক্রেষ্ট ও এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এম শহিদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফখরুল আলম। অনুষ্ঠানে ড. আকবর আলি খান, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটির কোষাধ্যক্ষ এ জেড এম শফিকুল আলম, প্রয়াত নেহরীন খানের সহপাঠিবৃন্দসহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

সি-/১৭